তাহা শুনি কলিরাজে ছয় রিপু লয়ে।
যম চিত্রগুপ্ত স্থানে উত্তরিল গিয়ে।।
কলিরাজা ডাকে মহামায়াকে স্মরিয়া।
মহামায়া এল কলি সাপক্ষ হইয়া।।
কলি কহে ধর্ম্মরাজ কেন অবসর।
চিত্রগুপ্ত লেখা ছাড়ে কেমন বর্ব্বর।।
চিত্রগুপ্ত বলে খাতা রাখিব কি জন্য।
লেখাপড়া দু'টা মোর পাপ আর পুণ্য।।
পাপ গেল পুণ্য গেল লেখা গেল মোর।
এবে কি লিখিব যা বিধির অগোচর।।
যম কহে অধিকার গিয়াছে আমার।
পাপ-পুণ্য শূন্য কার করিব বিচার।।
কলি কহে মম অধিকার যদি রয়।
তোমার এ অধিকার থাকিবে নিশ্চয়।।
লোভ কহে আমি লোভাইব সব সাধু।
প্রেম মধ্যে দেখাইব নারীমুখ বিধু।।
এককালে লোভাইব বৈরাগী সকল।
পঞ্চ রসিকের ক্রিয়া দিয়া নারী কোল।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে হরি কীর্ত্তন ভিতরে।
নারী আর পুরুষ মাতাব একেবারে।।
দুইরূপ বৈরাগীরা গৌড়িয়া বাউল।
জাতি লয়ে দলা-দলি ভুলাইব মূল।।
মদ কহে মাৎসর্য জন্মা'ব দম্ভসহ।
নামে প্রেমে মন মজা'তে নারিবে কেহ।।
কাম কহে বৈস গিয়া তব রাজপাটে।।
তব অধিকার দিব প্রেম নিব লুটে।।
মহাজনী পথ বলি দেখাইব পথ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ।।
শিবের চৌষট্টি নিশা দ্বাদশ পাগল।
ইহাদিগে লইয়া বলা'ব হরিবোল।।
পরাৎপর ব্রজরস প্রভু নিজ ধর্ম।
বেদাতীত গূঢ়ত্ব যা বিধির অগম্য।।
তাহা দেখাইয়া ভুলাইব কতগুলি।
নারীলুব্ধ করাইব মজা'ব সকলি।।
শ্রীনিবাস চৈতন্যের মত গোঁড়াইব।
তার মধ্যে অন্য অন্য মত চালাইব।।
সেই মতে মাতাইব সকল জগৎ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ।।
সংঘট ঘটা'ব মঙ্গল আর শনিবারে।
বার বার 'বার' বানাইব বারে বারে।।
বিল্ববৃক্ষ তুলসী মাহাত্ম্য লোপাইব।
হিজলিকা শড়া জিকা 'বার' সাজাইব।।
চৈতন্যের মত 'বারে' করিব আশক্ত।
মজাইব চৈতন্যের আত্মসুখী ভক্ত।।
মাধুর্য্যের ভক্তে মোর নাই অধিকার।
ঐশ্বর্য্য ভক্তির ভক্তে দিব ছারখার।।
রোগা ভক্তি করাইয়া মাতাইব সব।
এ দিকেতে করিব রোগের প্রাদুর্ভাব।।
মত প্রচারিয়া মোর মতে আকর্ষিয়া।
তোমার দক্ষিণ দ্বার দিব পোষাইয়া।।
হ্রদে দহে তড়াগে প্রয়াগ প্রচারিব।
কূপে গঙ্গা প্রচারিয়া তীর্থ বানাইব।।
কুলজার কুলাচার ধর্ম নষ্টাইব।
বিধিভক্ত নৈষ্ঠিকের ধর্ম ভ্রষ্টাইব।।
প্রচারি পৈশাচী সিদ্ধি সাধুত্ব জানাইব।
ভূত-ভাবী-বর্তমান তাহারে বলা'ব।।
কন্দর্পের দর্পে মোহাইব কতজন।
কিয়ৎক্ষণ মোহাইব মোহন্তের মন।।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়ি পৈশাচিক মত ল'বে।
এতে তব অধিকার ক্রমেই বাড়িবে।।
তাহা শুনি যম বলে ধন্য ধন্য কলি।
যমদূত সবে নাচে দুই বাহু তুলি।।
কলি বলে ভক্তি মধ্যে বহুৎ পাষণ্ড।
'বহিরঙ্গ ভক্ত যত সব হ'বে ভণ্ড।।